দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 28 APR 2007
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড এখন নিয়ন্ত্রণহীন প্রতিষ্ঠান

অরাজনৈতিক সৎলোকদের দিয়ে বোর্ডসভা গঠন প্রয়োজন

ইনকিলাব রিপোর্ট

দেশের ২৮ হাজার মাদ্রাসার নিয়ন্ত্রক মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড এখন একটি নিয়ন্ত্রণহীন প্রতিষ্ঠান। মাদ্রাসা বোর্ডের মূল কার্যক্রম পরিচালিত হয় বোর্ডসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী। মাদ্রাসা বোর্ডের বোর্ডসভার মেয়াদ ডিসেম্বরে শেষ হলেও অদ্যাবধি নতুন বোর্ডসভা গঠিত হয়নি। এমতাবস্থায় হাজার হাজার মাদ্রাসার নিয়ন্ত্রক মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড এখন অভিভাবকহীন হয়ে পড়েছে। শুধু তাই নয়, পূর্বের বোর্ডসভা রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত ও দুর্নীতিমুক্ত না থাকায় মাদ্রাসা বোর্ডের উন্নয়ন কাজ ব্যাহত হয়েছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। ১৯৭৮ সালে তৎকালীন সরকার এক অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে একে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঘোষণা দেন। তখন থেকে মাদ্রাসা বোর্ডের সার্বিক নীতি-নির্ধারণ, বাজেট তৈরী, উন্নয়ন ইত্যাদির মৌলিক দায়িত্ব পালন করে বোর্ডসভা। কিন্তু

মাদ্রাসা শিক্ষার প্রেক্ষাপট-৫

৫-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড এখন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বোর্ডসভার মেয়াদ গত ডিসেম্বরে শেষ হলেও আজো তা গঠন করা হয়নি। ফলে ব্যাহত হচ্ছে মাদ্রাসা বোর্ডের নীতি-নির্ধারণী ও গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম।

মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে বর্তমানে দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল স্তরের প্রায় ১০ হাজার মাদ্রাসা রয়েছে। এর বাইরে রয়েছে আরো ১৮ হাজার স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসা। এতসব মাদ্রাসার নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করতে হয় মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডকে।

নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, বিগত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান বোর্ডসভার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর বিগত বোর্ডসভার মত বিএনপি ও জামায়াতের দলীয় লোকজনদের নিয়ে নতুন বোর্ডসভা গঠনের প্রস্তাব নিয়ে কাজ করেন। তিনি বোর্ডসভার সদস্য হিসেবে জামায়াত নেতা মাওলানা জয়নাল আবেদীন, জামায়াত ঘরানার মাওলানা কামাল উদ্দীন জাফরী, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, মাওলানা নুমান ও জাতীয়তাবাদী ওলামা দলের মহাসচিব মাওলানা নেছারুল হকের নাম প্রস্তাব করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেন। এ পর্যায়ে তার বিরুদ্ধে দলীয় লোকদের নিয়ে বোর্ডসভা গঠনের অভিযোগ উঠে এবং এ নিয়ে পত্র-পত্রিকায় রিপোর্টও হয়। পরবর্তীতে তিনি দু'একটি নাম পরিবর্তন করে আবারো প্রস্তাব জমা দিয়ে গেছেন বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য, প্রস্তাবিত বোর্ড সভার সদস্যদের অনেকেই বিগত বোর্ডসভারও সদস্য ছিলেন। তাদের সময়ে নানা অনিয়ম-দুর্নীতি সংঘটিত হওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

উক্ত সময়ে মাদ্রাসা বোর্ড ও বোর্ডের বিভিন্ন আঞ্চলিক অফিসে লোক নিয়োগে দুর্নীতি, ত্রাণ তহবিলের নামে বোর্ডের কর্মচারীদের নিকট থেকে চাঁদা আদায়, ইফতার মাহফিলের নামে অপচয়, বোর্ডের টাকায় সরকারী কর্মকর্তাদের উপঢৌকন প্রদানসহ বিভিন্ন অনিয়ম হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। কিন্তু এসব বিষয়ে বোর্ডসভার তৎকালীন সদস্যবৃন্দ ছিলেন উদাসীন। বোর্ডের উন্নয়নের ক্ষেত্রেও তাদের উদাসীনতার অভিযোগ রয়েছে। বিগত সরকারী অডিট রিপোর্টে বোর্ডের বিভিন্ন অনিয়ম ও শৃঙ্খলা ভঙ্গের প্রমাণ রয়েছে বলে জানা গেছে। সচেতন মাদ্রাসা প্রধান ও শিক্ষকগণ নতুন বোর্ডসভার সদস্য হিসেবে সচেতন ও অরাজনৈতিক ব্যক্তিদের নির্বাচন করার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তাদের মতে, রাজনৈতিক উদ্দেশে প্রস্তাবিত ব্যক্তিবর্গ নির্বাচিত হলে তাদের দ্বারা রাজনৈতিক কারণে অনিয়ম-দুর্নীতি সংঘটিত হবে, মাদ্রাসা বোর্ডের উন্নয়নও ব্যাহত হতে পারে। তাই তাদের দাবী- কালবিলম্ব না করে রাজনৈতিক প্রভাব থেকে মুক্ত ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিদের নিয়ে মাদ্রাসা বোর্ডের বোর্ডসভা যেন গঠন করার বিষয়ে শিক্ষা উপদেষ্টার জরুরী হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।